দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...AUG. [illegible] 1999
পৃষ্ঠা ১২ ... কলাম ৬

95

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র নেয়ার বিধি বাতিলের সুপারিশ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের শূন্য পদসমূহের বিপরীতে নিয়োগ দিতে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র গ্রহণের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দেয়ার সুপারিশ করেছে। এছাড়া প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের আওতাধীন যে সকল পদের নিয়োগ সরকারি কর্মকমিশন থেকে দেয়া হয় সে সকল পদ পূরণের জন্যও এ ধরনের বাধ্যবাধকতা প্রত্যাহারের কথা বলা হয়েছে। সম্প্রতি এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দেশে বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৭ হাজার ৭শ' ৮টি। এতে প্রধান শিক্ষকের পদসহ ১ লাখ ৬৭ হাজার ১শ' ২৪টি শিক্ষকের অনুমোদিত পদ রয়েছে। প্রতি বছর মৃত্যু, অবসর ও অন্যান্য কারণে ৩ হাজার ৫শ' থেকে ৪ হাজার শিক্ষকের পদ শূন্য হয়। গত জুলাইয়ে সরাসরি নিয়োগ কোটায় প্রধান শিক্ষকের ১ হাজার ৯শ' ৬৭টি এবং সহকারী শিক্ষকের ১০ হাজার ৫শ'টি পদ শূন্য ছিল। এছাড়া সরাসরি নিয়োগযোগ্য থানা শিক্ষা অফিসার, সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার, পিটিআই ইনস্ট্রাক্টর এবং সহকারী সুপার পর্যায়ের বিপুল সংখ্যক পদ শূন্য রয়েছে। সরাসরি নিয়োগের আগে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক। কিন্তু ছাড়পত্র দিতে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ৩ থেকে ৫ মাস সময় লাগে। ছাড়পত্র পাওয়ার পর শূন্য পদ পূরণের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে লোক নিয়োগে ২ বছর সময় লেগে যায়। এরই মধ্যে আবার নতুন করে বিপুল সংখ্যক পদ শূন্য হয়। ফলে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের পদগুলো শূন্য থাকার কারণে প্রতিষ্ঠানসমূহে অচলাবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে।

১৯৮৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে ছাড়পত্র গ্রহণের নিয়ম চালু করা হয়।